ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহমানু!! ইয়া রাহীম!!! ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন!!!!

হযরত শাহ মাতুয়াইলী (রহ.) এর বেছালত উপলক্ষে

কুতুববাগ দরবার শরীফে

ঐতিহাসিক মহাপবিত্র

ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমা

স্থানঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন, কুতুববাগ দরবার শরীফ

৩০ও৩১ জানুয়ারি ২০২০ (৪,৫ জমা:সানি) (১৭, ১৮ মাঘ, বাংলা) রোজ: বৃহস্পতি ও শুক্রবার

শুক্রবার বেলা ১২.১৫ মিনিট থেকে বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও মানবজাতির মুক্তি কামনায় মহা মূল্যবান নছিহত বাণী পেশ করবেন শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান

ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমায় শুভ আগমন করে জুমার নামাজের পর আখেরী মোনাজাত করবেন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (রহঃ) এর মাজার ও দরবার শরীফের বর্তমান গদিনশীন পীর ও খলিফা

হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সাদিক রেজা মোজাদ্দেদী

আওলাদে রাসুল হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সাদিক রেজা মোজাদ্দেদি

কোরআন-হাদিস মতে ইসলামী মাহফিল কোরআন তিলওয়াত ও দান-সদকা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ছওয়াব হাসিল করা ও ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির রূহে ছওয়াব পৌছানোকে ওরছ বলা হয়। তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে দুররে মনসুরে উল্লেখ আছে– রাসুল (সঃ) প্রতি বছর শহিদদের কবরে তাশরীফ নিতেন এবং শহিদানদের সালাম দিতেন। চার খলিফাগণও অনুরূপ করতেন।

আল্লাহর অলি বা বুজুর্গানে দ্বীনের ওফাত দিবস

ওরছ শরীফের বহু প্রমাণ

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

শাহসূফী আলহাজ হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ওরছ শরীফকে আরবিতে বলা হয় ‘আরুস’ আর ‘শরীফ’ অর্থ পবিত্র। ওরছের আভিধানিক অর্থ- ‘শাদি’ আর শাদি ফার্সি শব্দ। এ জন্যই বর-কনেকে আরবি ভাষায় ওরছ বলা হয়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ বা মিলন। তাই বুযুর্গানে দ্বীনের ওফাত দিবসকে ওরছ বলা হয়ে থাকে। কারণ, বুযুর্গ ব্যক্তিরা ইন্তেকালপ্রাপ্ত হলে তাঁর রবের সাথে দেখা হয়, মিলন হয়। মিশকাত শরীফে কবরে আজাবের প্রমাণ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন মুনকার-নকির কবরবাসীর পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাকে বলেন- আপনি সেই দুলহানীর মতো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন, যে ঘুম থেকে আপনার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কেউ জাগাতে পারে না। মুনকার নকির রাসুল (সঃ)-কে দেখিয়ে জিজ্ঞাস করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? নেককার ব্যক্তি উত্তরে বলবেন, তিনিই তো সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ দুলহা। কবরে ওইদিন রাসুল (সঃ)-এর সাথে উম্মতের সাক্ষাতের দিন, নিশ্চয়ই সে কারণে এ দিনকে ওরছের দিন বলা হয়। বাস্তবিক অর্থে পীরে কামেল মোকাম্মেল অলিআল্লাহর ওফাত উপলক্ষে প্রতি বছর কোরআন-হাদিস মতে ইসলামী মাহফিল কোরআন তিলওয়াত ও দানসদকা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ছওয়াব হাসিল করা ও ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির রূহে ছওয়াব পৌছানোকে ওরছ বলা হয়। তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে দুররে মনসুরে উল্লেখ আছে– রাসুল (সঃ) প্রতি বছর শহীদদের কবরে তাশরীফ নিতেন এবং শহিদানদের সালাম দিতেন। চার খলিফাগণও অনুরূপ করতেন।

শাহ আব্দুল আযীয মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ:) ফতওয়ায়ে আযীযিয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন– অনেক লোক একত্রিত হয় এবং খতমে কোরআন পড়া হয়, আর খাদ্যদ্রব্য তবারক ফাতিহা দিয়ে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে জীবিতগণ কবরবাসীর দ্বারা লাভবান হয়। ‘যুবদাতুন নসায়েহ ফি মসায়েলিয যবায়েহ’ গ্রন্থে শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) মৌলভী আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটির একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন– ‘মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণেই এ অপবাদ দেওয়া হয়, কোন ব্যক্তিই শরিয়তের নির্ধারিত ফরজসমূহ ব্যতীত অন্য কিছুকে ফরজ মনে করে না। তবে নেক বান্দাদের কবরসমূহ থেকে বরকত লওয়া এবং ঈছালে ছাওয়াব, কোরআন তিলাওয়াত, শিরনী ও খাদ্যদ্রব্য বণ্টন দ্বারা ওদের সাহায্য করা উলামায়ে কিরামের মতে ভালো কাজ। মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানভীর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজের-এ মক্কী (রহ.)- রচিত ‘ফয়সালা -এ-হাফতে মাসায়েল’ পুস্তিকায় ৭ম পৃষ্ঠায় ওরছ জায়েয হওয়া সম্পর্কে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং স্বীয় আমলের কথা এভাবে বর্ণনা করেন– ‘ফকীরের বিনয় এই যে, প্রতি বছর আমি আমার পীর-মুর্শিদের পবিত্র আত্মার প্রতি ইছালে ছওয়াব করে থাকি। প্রথমে কোরআনখানি হয়, এরপর যদি সময় থাকে মিলাদ শরীফের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করা ও এর ছওয়াবও বখশিশ করে দেওয়া হয়’।

মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেবও ওরছকে জায়েয বলেছেন। যেমন ফতওয়ায়ে রশিদিয়া প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদআতের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন- আরববাসী থেকে জানা যায় যে, মক্কা শরীফের লোকেরা হযরত সৈয়দ আহম্মদ বদ্দবী (রহ.)-এর ওরছ অনেক ধুমধাম সহকারে পালন করে থাকেন। বিশেষ করে মদীনা মনোয়ারার আলেমগণ হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-এর ওরছ করে থাকেন, যার পবিত্র মাযার ওহুদ পাহাড়ে অবস্থিত।

দেওবন্দের পীর আশরাফ আলী থানভী সাহেব, রশিদ আহমেদ গাংগুহী সাহেব, কাশেম নানুতভী সাহেব, খলিল আহমেদ আম্ভাটভী সাহেবদের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজের-এ মক্কি (রহ.)-এর কিতাব (ফায়সালা-এ হাফতে মাসায়েল) থেকে বর্ণনা তুলে ধরছি– তিনি লিখেন যে, মৃত্যুর পরে নেক বান্দাদেরকে বলা হবে দুলহার মতো শুয়ে পড়ো। নেক বান্দাদের বেলায় ইন্তেকাল হল মাহবুবে হাকীকির সাথে মিলনের নাম। এ জন্যই তাঁদের মৃত্যুকে বেছাল বা মিলন বলা হয়। মাহবুবে হাকীকির সাথে মিলনের চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? ওরছের নিয়ম চালু করার উদ্দেশ্য ছিল বুযুর্গানে দ্বীনের রুহের প্রতি ইছালে সওয়াব করা, যা মহান আল্লাহতায়ালার নিকট খুবই পছন্দনীয় কাজ। যে সব পুণ্য বুযুর্গ থেকে আমরা ফয়েজ ও বরকত লাভ করেছি, এ ব্যাপারে আমাদের ওপর তাঁদের অধিক হক রয়েছে এবং প্রতি বছরে ওরছ শরীফে আশেক জাকেরানদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের মধ্যদিয়ে পরস্পর মিল মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ইসলামের জযবা তৈরি হয়।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন- সুরা ইউনূস আয়াত নং ৬২, ৬৩ ও ৬৪ ‘আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাওফুন আলাইহীম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন আল্লাযিনা আ-মানু ওয়াকা-নূ ইয়াত্তাকূন; লাহুমূলবুশরা ফিল হা-ইয়াতিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আ-খিরাহ, লা-তাবদীলা লিকালিমা-তিল্লাহি; যা-লিকা হুয়াল ফাউযুল আযীম।’ অর্থ- সাবধান! নিশ্চয়ই আউলিয়াগণের কোনো ভয় নেই, তারা কোনো কারণে কখনো দুঃখিত বা চিন্তিত হবেন না যারা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা আবলম্বন করেন, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের জীবনে সুসংবাদ আছে মহান আল্লাহতায়ালার বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য।’ রাসুল (সঃ) বলেছেন– আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লাইয়ামুতুন।’ অর্থ- কোনো আউলিয়াগণের কখনো মৃত্যু নেই।’ আবার সুরা আল বাক্বারাহ: ১৫৪ আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন- ওয়ালা তাকুল্‌ লিমাই ইয়ূকতালু ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়াত বাল্‌ আহ্‌ইয়া-উওঁ ওয়ালা কিল্লা তাশ’উরুন। অর্থ- যারা মহান আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না।’ এই আয়াতের সারমর্ম হলো আল্লাহর খাসবান্দা বা বন্ধু-অলিআল্লাহগণ সাধনারত অবস্থায় দারুল ফানা থেকে দারুল বাকায় অবস্থান করেন, তাঁদের মৃত মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। পবিত্র কোরআনে সুরা আল ইমরান ১৬৯ আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– ‘ওয়ালা তাহ্‌সাবান্নালা লাযীনা কুতিলু ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়াতান বাল আহ ইয়া উন ইন্দা রাব্বিহিম ইউর্‌যাকুন’। অর্থ- যাঁরা মহান আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করছে, তাঁদেরকে মৃত মনে করো না, তারা বরং জীবিত। স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত ও স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত।’ মহান আল্লাহতায়ালা সুরা আ'রাফ, ১৭৯ নং আয়াতে বলেন– ওয়া লা-ক্বাদ যারা-না লি-জাহান্নামা কাছিরাম মিনাল জ্বিন্নি ওয়াল ইন্‌সি লাহুম কুলুবুল লা-ইয়াফক্বাহূনা বিহা ওয়ালা - হুম আ’ইয়ুনুল লা- ইয়ুবসিরুনা বিহা; ওয়ালা হুম আ-যা-নুল লা-ইয়াস মাউনা বিহা; উলা ইকা কাল আন আ-মি বাল হুম আদ্বাললূ; উলা ইকা হুমূল গা-ফিলূন।’ অর্থ- ‘আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ, তাদের অন্তর রয়েছে, যার দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট। তারাই হল উদাসীন গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।’

> রাসুল (সঃ) বলেছেন– আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লাইয়ামুতুন।’ অর্থ- আউলিয়াগণের কখনো মৃত্যু নেই।’ আবার সুরা আল বাক্বারাহ: ১৫৪ আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন- ওয়ালা তাকুল্‌ লিমাই ইয়ূকতালু ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়াত বাল্‌ আহ্‌ইয়া-উওঁ ওয়ালা কিল্লা তাশ’উরুন। অর্থ- যারা মহান আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করছেন, তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না।’

এখন কথা হলো, মহান আল্লাহতায়ালা স্বয়ং যেখানে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর অলিবন্ধুরা কখনো মরেন না এবং কবরে তাঁদের জন্য রিজিক দান করেন, সেখানে তাঁদেরকে মৃত বলা আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা করার শামিল নয় কি? আর আল্লাহর বিরোধিতাকারীর শাস্তি কেমন হবে তাও পবিত্র কোরআনে বিশদভাবে উল্লেখ আছে। তাই এ সমস্ত আউলিয়া কেরামগণের ওফাত উপলক্ষে তাঁদের স্মরণে ওরছ শরীফ বা ফাতেহাখানি ও সদকা, মান্নত করে তাবারকের ব্যবস্থা করা হয়, বিশেষ এ তাবারক গ্রহণ করে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং রহমত ও বরকতপ্রাপ্ত হন।

পাঠকগণ, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মমূলে কী বলা হয়েছে তা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন তবে আপনাদেরও জ্ঞান-চক্ষু খুলে যাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-র বর্ণনায় এসেছে যে, মহান আল্লাহর রাসুল (সঃ) কবরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মালাইকার (ফেরেশতার) মুখ দিয়ে নেককার লোকদের বলেন– ‘নাআম কানাওমাতিল আরুস।’ অর্থাৎ, তুমি বাসররাতের বর-কনের মতো ঘুমাও, (তিরমিজি, মিশকাত শরীফ)।’ অন্য জায়গায় আছে, ওরছ শব্দের অর্থ বাসররাতের মিলন, ওলীমার খানা ও খুশী ইত্যাদি, (মিসবাহুল লোগাত ৫২০ পৃষ্ঠা)। যেহেতু পবিত্র কোরআন মতে একজন কামেল মোর্শেদ অলি-আউলিয়া কখনো মৃত নন, তাঁরা মহান আল্লাহর তরফ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হন। কারণ, তাঁরা পুত:পবিত্র। তাই দ্বিধামুক্ত হয়ে বলছি, এক আল্লাহর আনুগত্যকারীরাই পবিত্র ওরছের এন্তেজাম করে থাকেন।

শাজারায়ে মোবারক

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজারায়ে মোবারক

১. ছরওয়ারে কায়েনাত মোফাখখারে মওজুতাদ হযরত আহম্মদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)
২. আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)
৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
৫. হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)
১১. হযরত খাজা মাওলানা আরীফ রেওগিরী (রঃ)
১২. হযরত খাজা মাহামুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)
১৩. হযরত শাহ্ আজীজানে আলী আররামায়েতানী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃ ছিঃ আঃ)
১৫. হযরত শাহ্ আমীর কালাল (রঃ)
১৬. শামছুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)
২০. হযরত শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)
২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)
২২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)
২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ)
২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃ ছিঃ আঃ)
২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)
২৭. হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)
২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩১. হযরত শাহ্সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
৩২. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী ফতেহ্ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)
৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)
৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩৫. মোজাদ্দেদে জামান, শাহানশাহে তরিকত, হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নকশবন্দি মোজদ্দেদি (রঃ)
৩৬. শাহানশাহে তরিকত মোফাসসিরে কোরআন শাহসূফী আলহাজ মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী নকশবন্দি মোজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩৭. আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজদ্দেদে জামান শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ কুতুববাগী নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি (মাঃ জিঃ আঃ)

কুতুববাগী পীর কেবলাজানের মহামূল্যবান ২১টি নছিহত বাণী

১. সূফিবাদই শান্তির পথ ২. মানবসেবাই পরম ধর্ম ৩. ইসলাম শুধু শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত এবং মারেফাতে নয়, চারটি বিষয়ের সমন্বয়েই ইসলাম ৪. মানব জীবনের সর্বনাশের মূল হচ্ছে অহঙ্কার ও ঘৃণা ৫. নিজেকে চেনা-জানাই হলো সত্যিকার মানুষের কাজ ৬. আত্মার সংশোধন করাই প্রত্যেকটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য ৭. নামাজ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, ইবাদতে আকবর। তাই সকলে হুজুরী দিলে নামাজ পড়ার চেষ্টা-তদবির করবেন ৮. মা-বাবাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সেবা-যত্ন করবেন ৯. শালিনতার ভিতরেই আধুনিকতা ১০. বেয়াদব, আল্লাহর রহমত হইতে মাহরুম থাকে ১১. অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করবেন ১২. কখনো কারো গীবত করবেন না। গীবত জেনার চেয়ে ঘৃণ্য কাজ ১৩. ভুখা মানুষকে আহার দিন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিন ও অসুস্থ লোকের সেবা করুন ১৪. বড়কে শ্রদ্ধা আর ছোটকে স্নেহ করুন ১৫. রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর মহব্বতই প্রকৃত ঈমান। রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততোটুকু ১৬. অন্যকে বারবার ক্ষমা করো, নিজেকে কখনোই ক্ষমা করো না ১৭. প্রতিদিন তোমার এমনভাবে কাটানো উচিত, যেন আজই জীবনের শেষ দিন ১৮. মানুষ শুধু মানুষের কাছ থেকে শিখবে তা নয়, পশুপাখির কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে ১৯. যদি পরিপূর্ণ মোমিন হতে চাও, তবে শরিয়তের ছোটবড় হুকুম মেনে চলো, তবেই মারেফতের জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যাবে ২০. চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না ২১. যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে চাও, তবে কামেল পীরের সাহচার্য সন্ধান করো।

বি:দ্র: ওরছ শরীফে আগত আশেকান-জাকেরান ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ আপনারা শীতবস্ত্র সঙ্গে আনবেন। দুইদিনব্যাপী এ ওরছ শরীফে বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।